DIGITAL BANGLADESH
Skilled. Equipped. DigitalReady

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

ফোর টায়ার জাতীয় ডাটা সেন্টার

“নিরাপদ তথ্যসেবার প্রত্যয়”

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

২৮ নভেম্বর, ২০১৯

১৪ অক্টোবর ২০১৬ সালে "ফোর টায়ার জাতীয় ডাটা সেন্টার" এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং ।

তথ্য প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের ইতিবাচক অবস্থান ধরে রাখতে অনিবার্য হয়ে পড়ে নিরাপদ ডাটা সংরক্ষণ, ডাটা শেয়ারিং, সমন্বিত ই-সেবা প্রদান ও সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিতকরণ।
এ লক্ষ্যে সরকার চীনের আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় "ফোর টায়ার জাতীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে ২০১৬ সালে।

৭ একর জায়গায় নির্মিত হয় ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র বলে স্বীকৃত জাতীয় তথ্য ভান্ডার বা IV Tier National Data Center.

১৪ অক্টোবর ২০১৬ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং যৌথভাবে ডাটা সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

১৪ অক্টোবর ২০১৬ সালে "ফোর টায়ার জাতীয় ডাটা সেন্টার" এর চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর স্বপ্নের সোনার
বাংলা গড়ার কাজ শুরু করেন। তিনি অনুধাবন
করেন মানুষের দিন বদলের জন্য প্রয়োজন প্রযুক্তির
যথাযথ ব্যবহার।

এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়
১৯৭৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ অর্জন করে
International Telecommunication Union (ITU)
এর সদস্য পদ। ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বঙ্গবন্ধুর সুদুরপ্রসারী
পরিকল্পনায় বেতবুনিয়াতে স্থাপিত হয় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র।

২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর নবম জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ঘোষণা দেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। নির্বাচনে জয় লাভ করে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। এরপরেই তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

গ্রাম থেকে শুরু করে শহর পর্যন্ত সমাজের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ আজ ডিজিটাল বাংলাদেশ-এর সুফল ভোগ করছেন। বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান, বিদেশী বিনিয়োগ এবং রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের ২৮টি স্থানে নির্মিত হচ্ছে ২৮টি হাইটেক পার্ক। অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে আজ সারাদেশ সংযুক্ত। বিগত এক দশকে জাতীয় ডাটা সেন্টারের এর স্টোরেজ সক্ষমতা ১০ টেরাবাইট থেকে ২২ পেটাবাইট এ উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে এই ডাটা সেন্টার সারাদেশের ৫৮৬৫টি ডিজিটাল সেন্টার এবং সরকারি অফিস ও দপ্তরের ৪৬৫০০টি ওয়েবসাইটের জাতীয় তথ্য বাতায়ন নাগরিক সেবা প্রদানের অনন্য প্লাটফর্ম হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছে।

৫৮৬৫ টি

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার

৬০০+

২০০৯ সাল	২০১৯ সাল
৬০ টি ওয়েবসাইট হোস্টিং	**৪৬,৫০০** টি ওয়েবসাইট হোস্টিং
১০ টেরাবাইট ক্ষমতার ডাটা স্টোরেজ	**২২** পেটাবাইট ক্ষমতার ডাটা স্টোরেজ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘে ২০১৫ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর "ICT in Sustainable Development Award - 2015" গ্রহণ করেন।

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে একটি ক্ষুধা, দারিদ্রমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশ ও জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর রুপকল্প ২০২১ ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার আধুনিক রূপ এই ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের নকশা প্রণয়ন করেন আর্কিটেক্ট অব ডিজিটাল বাংলাদেশ জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়। ২০০৯ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণের পরই শুরু হয় ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের কাজ। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ অগ্রগতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবেই বাংলাদেশ অভাবনীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভ করে এবং বিশ্বে আজ বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অগ্রগতিতে বিগত ১১ বছরে বাংলাদেশ অসংখ্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে।

টেকসই উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের জন্য ২০১৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ "ICT in Sustainable Development Award-2015" অর্জন করেন। ICT ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখার জন্য ২০১৬ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় "ICT for Development Award-2016" অর্জন করেন। বিশ্বে ই-গভর্নমেন্ট সূচকে বাংলাদেশ ২০০৮ এর ১৬২ তম অবস্থান থেকে উন্নীত হয়ে ২০১৮ এ ১১৫ তম অবস্থান লাভ করে যা ২০২১ সালে দুই ডিজিটে এবং ২০৩০ সালে ৫০ তম অবস্থানে নিয়ে আসার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে সরকার।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় ২০১৬ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের জাতিসংঘ প্লাজা মিলেনিয়াম হোটেলে এক অনুষ্ঠানে “ICT for Development Award-2016” গ্রহণ করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সূত্রপাত মূলত বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই সম্পর্ক এগিয়ে নিয়েছেন অনন্য উচ্চতায়।

জাতীয় তথ্য ভান্ডার নির্মাণে চীনের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা হচ্ছে সেই গুরুত্বপূর্ণ দৃঢ় বন্ধুত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের উন্নয়নে চীন একইভাবে বাংলাদেশের পাশে থাকবে-এটিই আমাদের প্রত্যাশা।

ফোর টায়ার জাতীয় ডাটা সেন্টার, বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি,
কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

Tier IV Certification of Constructed Facility

DCD APAC Award 2019

ডাটা সেন্টারের নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করেছে চীনের ZTE Corporation এবং জুন, ২০১৯ সালে ডাটা সেন্টারটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান Uptime Institute বিশ্বব্যাপী ডাটা সেন্টার স্থাপন ও পরিচালনা পদ্ধতি পরীক্ষার মাধ্যমে সনদ প্রদান করে। তারা আমাদের এই ডাটা সেন্টারটির ধারণ ক্ষমতা, ডিজাইন, নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা ও অন্যান্য গুণগত মান পরীক্ষা করে “Tier IV Certification of Design Documents” এবং “Tier IV Certification of Constructed Facility” সনদ প্রদান করেছে। হাইটেক প্রযুক্তিতে অসামান্য অর্জনের জন্য যুক্তরাজ্য ভিত্তিক Data Center Dynamics (DCD) Ltd. নামক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান The National Data Center Construction Team, বিসিসি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কে “DCD APAC Award-2019” প্রদান করেছে।

৪ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিসভার বৈঠকে "DCD APAC Award-2019" মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর নিকট হস্তান্তর করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি। এ সময় তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম।

Uptime certified বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম এই ডাটা সেন্টারে রয়েছে

২,০০,০০০ বর্গফুট বিশিষ্ট ডাটা সেন্টারের মূল দ্বিতল ভবন, দুই পাশে দুইটি ইউটিলিটি ভবন এবং সম্মুখে একটি রিসেপশন ভবন।
ডাটা সেন্টারের নিরবচ্ছিন্ন অপারেশন ও মেইন্টেন্যান্স নিশ্চিত করতে বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে রিডান্ডেন্সির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

কারিগরি বৈশিষ্ট্যসমূহ

- প্রায় ২০০০ বর্গমিটার আয়তনের ৪টি কেজ হল
- সর্বমোট ৬০৪ টি র‍্যাক স্পেস
- ১৫২ টি র‍্যাক সমৃদ্ধ মডুলার ডাটা সেন্টার
- ৪০ জিবিপিএস ইন্টারনেট ও ডাটা কানেক্টিভিটি
- ক্লাউড স্টোরেজ ২ পেটাবাইট
- ২০০০ টি ক্লাউড ডেস্কটপ টার্মিনাল
- ৭৪৪ টি ফিজিক্যাল সার্ভার
- বহুস্তর বিশিষ্ট নেটওয়ার্ক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা
- ৬ টি ২০০০ KVA ক্ষমতার ট্রান্সফর্মার
- ২ টি ২৫০০ KVA ক্ষমতার ট্রান্সফর্মার
- ৩৩/১১ KV এর ১০.৫ MVA ক্ষমতাসম্পন্ন ২ টি সাবস্টেশন

ই-নথি

- মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংখ্যা: ৫৮
- অধিদপ্তর/পরিদপ্তর : ৬৫
- দপ্তর/সংস্থার সংখ্যা: ৪৫৩
- বিভাগীয় পর্যায়ের অফিসের সংখ্যা: ১১৫
- জেলা পর্যায়ের অফিসের সংখ্যা: ২৬৯৩
- উপজেলা পর্যায়ের অফিসের সংখ্যা: ৩০৫৩
- অন্যান্য (আঞ্চলিক/সার্কেল/জোনাল) অফিসের সংখ্যা: ২৭৫
- মোট অফিসের সংখ্যাঃ ৬৭১২
- মোবাইল অ্যাপ-এর মাধ্যমে ই-নথি ব্যবহারকারী: ২০১৩৪
- মোট ব্যবহারকারীর সংখ্যা: ৭২৫৬৫
- ২,০০,০০০ ই-মেইল ব্যবহারকারী

জাতীয় তথ্য বাতায়নে

- ৪৬৫০০ সরকারি অফিস যুক্ত আছে
- প্রতিমাসে ৯ কোটি নাগরিক এই বাতায়ন হতে তথ্য ও সেবা গ্রহণ করে
- ৬০০ ই-সেবা সংযুক্ত
- ১৭০২ ধরণের সেবার ফর্ম সংযোজন
- ৪৬৫০০ সরকারি ওয়েবসাইট
- ৫ মিলিয়ন কনটেন্ট

৯৯.৯৯৫% আপটাইম বিশিষ্ট এই ডাটা সেন্টারে ২০০ পেটাবাইট স্টোরেজ এর সক্ষমতা রয়েছে। এর মধ্যে বর্তমানে ২ পেটাবাইট স্টোরেজ সেবা প্রদান করা শুরু হয়েছে। যার মাধ্যমে ডিজিটাল কনটেন্টের নিরাপদ সংরক্ষণ, ডাটা সুরক্ষা, ডাটা শেয়ারিং, ক্লাউড কম্পিউটিং, ই-গভর্নেন্স ও ই-সেবা নিশ্চিত করা সহজ ও সহায়ক হবে।

ডাটা সেন্টার থেকে যে সব সার্ভিস পাওয়া যাবে

ডাটা স্টোরেজ, ব্যাকআপ এবং রিকভারি সার্ভিস

ডাটা সিকিউরিটি

ডাটা শেয়ারিং

ই-গভর্নেন্স ও ই-সার্ভিস

কো-লোকেশন সার্ভিস

ক্লাউড কম্পিউটিং

বর্তমান বিশ্বে ডাটা সুরক্ষা, সাইবার নিরাপত্তা ও নিরবচ্ছিন্ন ই-সেবা প্রাপ্তির জন্য ডাটা সেন্টার অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৯ সালের পূর্বে বাংলাদেশের ওয়েবসাইট ও ডিজিটাল কনটেন্ট বিদেশের সার্ভারে অথবা বেসরকারি ডাটা সেন্টারে রাখা হতো। এ ডাটা সেন্টার নির্মাণের ফলে ডাটা সুরক্ষার জন্য বিদেশী নির্ভরতার আর প্রয়োজন হবে না। বরং বর্তমানে এ ডাটা সেন্টারে ডাটা রাখার জন্য দেশি বিদেশী অনেক প্রতিষ্ঠান আগ্রহী। এটুআই, বাংলাদেশ বিমান ও সোনালী ব্যাংক বর্তমানে এ ডাটা সেন্টার ব্যবহার করছে।

এছাড়া অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক, নির্বাচন কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সরকারের মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলো এ ডাটা সেন্টার ব্যবহারের জন্য অনুমতি চেয়েছে। এ ডাটা সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে বিদেশী ডেটা সেন্টারের নির্ভরতা পরিহার করে সরকার প্রতিবছর ৩৫৩ কোটি টাকা সাশ্রয় বা আয় করবে। এর ফলে ৪ বছরে বিনিয়োগের সম্পূর্ণ অর্থ উঠে আসবে। স্টোরেজ সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিগ-ডাটা এনালাইসিস প্লাটফরম স্থাপন, ডাটা ম্যানেজমেন্ট ও এপ্লিকেশন সার্ভিস চালু করে এ ডাটা সেন্টারের ব্যবহার ও আয় বহুগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

আমাদের সামনের দিনের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ডিজিটাল যুগে বিশ্ব পরিমন্ডলে সামনের কাতারে থাকা। আমাদের স্বপ্ন হচ্ছে মুজিব বর্ষ - ২০২০, ডিজিটাল বাংলাদেশ বর্ষ - ২০২১, এসডিজি বর্ষ - ২০৩০ ও উন্নত বাংলাদেশ বর্ষ - ২০৪১ সালের রুপকল্প বাস্তবায়ন করা। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ডিজিটাল ক্ষেত্রে বর্তমানে যে বিপ্লব চলছে, তা ক্রমে যুগোপযোগী করে অগ্রসর করার ভিতর দিয়েই গড়ে উঠবে তরুণ প্রজন্মের স্বপ্নের ডিজিটাল বাংলাদেশ।

- একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮ এর নির্বাচনী ইশতেহার

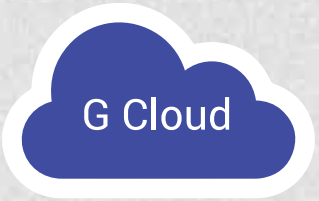

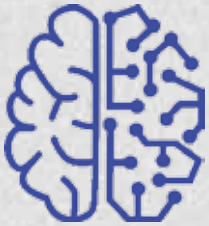

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আইটিইউ'র সদস্যপদ লাভ এবং বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার সূচনা করেছিলেন। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ 'ভিশন ২০২১', 'ভিশন ২০৪১' ও 'ডেল্টা প্ল্যান ২১০০' বাস্তবায়নের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রায় ২০৪১ সালের আগেই বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ হবে উন্নত দেশ-এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

১৭ জুলাই ২০১৯ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে মতবিনিময় সভায় “Tier IV Certification of Constructed Facility” এর ক্রেস্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় এর নিকট হস্তান্তর করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি।

NATIONAL EMERGENCY SERVICE 999

তথ্য ও সেবা 333 সবসময়

ICT DIVISION

FUTURE IS HERE

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, শেরে-বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

ictd.gov.bd ICT DIVISIONBD ICT DIVISION ICT Division

Bangladesh Computer Council

BANGLADESH DATA CENTER COMPANY LIMITED